যুগান্তর

তারিখ 7 JUL 2012
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৮

রুয়েট ভিসির কার্যালয়ে যুব স্বেচ্ছাসেবক ও ছাত্রলীগের হামলা

দু'শতাধিক নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে জিডি

রাজশাহী ব্যুরো

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) ভিসি প্রফেসর ড. সিরাজুল করিম চৌধুরীর কার্যালয়ে ব্যাপক ভাঙচুর ও চার কর্মচারীকে মারধর করেছে রাজশাহী মহানগর যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, মহানগর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে একজোট হয়ে 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়ে ভিসির কার্যালয়ে প্রবেশ করে এ ভাঙচুর চালানো হয়। ঘটনার সময় রুয়েট ভিসি উপস্থিত ছিলেন না। প্রশাসনে নিয়োগ ও পদোন্নতিবঞ্চিত হওয়া এবং ক্যাম্পাসে ছাত্রদলকে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে দেয়ার প্রতিবাদে এ হামলা ও ভাঙচুর চালানো

হামলা : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

হামলা : রুয়েটে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হয় বলে জানা গেছে। এর আগে গত মাসে নিয়োগবঞ্চিত হওয়ায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন টানা ৪ দিন বন্ধ করে দিয়ে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ ও ভিসির কাছে তাদের নেতাকর্মীদের নিয়োগের দাবি জানান স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা তাবলু সরকার ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। এদিকে এ হামলার ঘটনায় স্বেচ্ছাসেবক লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের প্রায় দু'শতাধিক অজ্ঞাত নেতাকর্মীকে আসামি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ নষ্টের অভিযোগে রুয়েট প্রশাসনের পক্ষ থেকে মতিহার থানায় একটি জিডি করা হয়েছে। এছাড়া হামলাকারীদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবিতে বৃহস্পতিবার বিকালে বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন তালাইমারী এলাকায় মানববন্ধন করেছে রুয়েটের শিক্ষক-কর্মকর্তারা।

রুয়েট সূত্র ও ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে অতর্কিতভাবে মহানগর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক তাবলু সরকার, মহানগর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রিটু ও ২৩ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি আজাদের নেতৃত্বে বহিরাগত দেড় থেকে দুই শতাধিক স্বেচ্ছাসেবক লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মী রুয়েট ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে। এসময় তারা 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়ে ভিসির কার্যালয়ে প্রবেশ করে। রুয়েট ভিসি উপস্থিত না থাকায় তারা এ সময় অফিসের দায়িত্বরত আলাউদ্দিন, নজরুল ইসলাম, নাজমুল ও ইউনুস নামের ৪ কর্মচারীকে ব্যাপক মারধর করে। এ সময় উত্তেজিত নেতাকর্মীরা ভিসির কার্যালয়ের ৫টি টেলিফোন সেট, ফ্রিজ, এসি, সোফাসেট, টেবিল, চেয়ারসহ কক্ষের আসবাবপত্র ও দরজা জানালায় ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ১৫ থেকে ২০ লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়।

জানা যায়, সম্প্রতি রুয়েটে বিভিন্ন ক্যাটাগরির নিয়োগে সরকার দলীয় ওই সব নেতাকর্মীর নিয়োগবঞ্চিত করা, কর্মচারীদের পদোন্নতি না দেয়া এবং মঙ্গলবার বিকালে ছাত্রদলকে ক্যাম্পাসে কর্মসূচি বাস্তবায়নের অনুমতি দেয়ার প্রতিবাদে এ হামলা ও ভাঙচুর চালানো হয় বলে জানা গেছে। এদিকে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনার পর ভিসির নেতৃত্বে রুয়েট প্রশাসনের জরুরি বৈঠক শেষে রাতে নগরীর মতিহার থানায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫ থেকে ২০ লক্ষাধিক টাকার ক্ষতিসাধনের অভিযোগে স্বেচ্ছাসেবক লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের অজ্ঞাত দেড় থেকে দু'শতাধিক নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে একটি জিডি করা হয়।

একই ঘটনার প্রতিবাদে ও হামলাকারীদের গ্রেফতারের দাবিতে একজোট হয়ে রুয়েটের সব শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা বৃহস্পতিবার বিকালে বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন তালাইমারীতে মানববন্ধন করেছে।

এ ব্যাপারে মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আনিসুর রহমান জানান, ভাঙচুরের ঘটনায় রুয়েট প্রশাসনের পক্ষ থেকে জিডি হয়েছে। আমরা সে মোতাবেক আইনানুগ ব্যবস্থা নেব।